"আমরা মুসলমান"

ইমাম, জামাতে আহমদীয়া

পুনর্ঘোষণা

প্রকাশক :
সেক্রেটারী
প্রণয়ন ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪, বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা—১

মুসলমানের সংজ্ঞা

(১)

"যে কেহ আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে; আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায় এবং আমাদের জবেহ্ করা প্রাণীর গোসত খায়, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র জামিন রহিয়াছে এবং রসুলের জামিন রহিয়াছে; সুতরাং আল্লাহ্‌র এই জামানতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।"

(বোখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল সালাত, পৃঃ ৫৬)

(২)

"সেই ব্যক্তিই মুসলমান, যাহার হাত এবং জবান হইতে মানুষ নিরাপদ থাকে।" (বোখারী ও মুস্‌লীম)

পাক্ষিক আহমদী হইতে পূণর্মুদ্রিত।

সংখ্যা : ১০০০

২১শে আগষ্ট, ১৯৭৪ইং

অনুবাদ :
মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুদ্রাকর :
আলহাজ এম, এ, সালাম

মুদ্রণে :
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা—১

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

জুমার খোৎবা ঃ

আমরা ঘোষণা করিতেছি ঃ আমরা মুসলমান

—হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহ্‌মদ,
খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(২১শে জুন, ১৯৭৪ ইং তারিখে রবওয়ায় প্রদত্ত জুমার খোৎবা)

মানবীয় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিবেক, ভদ্রতা ও শালীনতা এবং বিভিন্ন সময়ে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে অবতীর্ণ কোন ধর্মই কোন সরকারকে মানুষের হৃদয়ের উপর হুকুম জারী করার অনুমতি দেয় না।

ইহা একটি এতই সহজ ও সুস্পষ্ট বিষয় যে, খোদাতায়ালার অস্বীকারকারী নাস্তিকগণও মানব জীবনের এই বাস্তব সত্যটি স্বীকার না করিয়া পারে না।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ এবং পাকিস্তানের সংবিধান উভয়ই প্রত্যেকটি মানুষের এই মৌল অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজস্ব ধর্মমত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারে।

পাকিস্তানের সংবিধান সরকারকে, আহমদীগণ মুসলমান কি না, এ ব্যাপারে কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অনুমতি দেয় না, বরং উহা প্রত্যেক আহমদীকে এই ঘোষণা করার অধিকার দেয় যে, সে মুসলমান।

তাশাহুদ, তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ

গত কয়েকদিন হইতে প্রখর গরম পড়িয়াছে। আজ যদিও মৌসুম অপেক্ষাকৃত কিছুটা ভাল, কিন্তু বন্ধুগণ জানেন যে, গরম আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমাকে অসুস্থ করিয়া তোলে। বন্ধুগণ দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন গরমকে আদেশ দেন যে, উহা যেন আমাকে পীড়া না দেয়। ইহা আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে দ্বীনের এমন খেদমত করার তৌফিক দান করেন, যাহা তাঁহার নিকট গৃহীত হয়; এবং জামাতের বন্ধুগণের সকল উদ্বেগ, অশান্তি, আযমায়েশ ও পরীক্ষা যথা শীঘ্র বিদূরীত হয়।

এখন আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা তো করিব, কিন্তু বলিতে পারিনা যে, উহাতে সফল হইব কি না।

প্রথম কথা ইহা বলিতে চাই যে, কোরআন শরীফ অতি স্পষ্ট ভাবে এই শিক্ষা দেয় এবং অত্যন্ত তাকিদ সহকারে আমাদের সামনে এই বিষয়টি তুলিয়া ধরে যে, আল্লাহ তায়ালা জুলুম এবং জালেম উভয়কেই ভালবাসেন না, সন্তুষ্টি ও প্রীতির সম্পর্ক জালেমদের সহিত রাখেন না। তিনি বলিয়াছেন, 'ওআল্লাহু লা ইউহিববুয যালেমীন'। কোরআন শরীফ ইহার বিভিন্ন স্থানে কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা অমুক অমুক ব্যক্তিদেরকে ভাল বাসিতে পারেন না। যেমন, "মো'তাদীনকে" (সীমালঙ্ঘন কারীদিগকে) ভালবাসেন না। পক্ষান্তরে কোরআন শরীফ বিভিন্ন স্থানে ইহাও বলিয়াছে যে, অমুক অমুক গুণ আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয়। যেমন, বলা হইয়াছে—খোদা তায়ালা তওয়াক্কুল কারীগণকে ভাল বাসেন, খোদাতায়ালা সবর কারীগণকে ভাল বাসেন, অথবা, যেমন বলা হইয়াছে যে, খোদা তায়ালা মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

আমি এখন জুলুম সম্বন্ধে ইহা বলিতে চাই যে, খোদা তায়ালা ইহা তো বলিয়াছেন যে, তিনি জালেমকে ভাল বাসেন না, কিন্তু ইহা বলেন নাই যে, তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করার জন্য শুধু মজলুম (অত্যাচারিত) হওয়াই যথেষ্ট। বরং যে ব্যক্তি মজলুম, এবং সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে অন্যান্য সেই সকল গুণও বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়; যেমন, সে মুত্তাকী, সে ধৈর্যশীল, তওয়াক্কুলকারী, আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকারকারী ও আত্মোৎসর্গকারী, এবং সে পরীক্ষা ও বিপদাবলীর সময়ে স্থির ও অটল থাকে এবং ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার পথ সকল পরিত্যাগ করে না; খোদাতায়ালার আঁচলকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখে এবং তাহার মুষ্ঠিকে শিথিল হইতে দেয় না—এই গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ভাল বাসেন।

সুতরাং, কুরআন করীম বলে যে, খোদাতায়ালা জালেমদিগকে একেবারেই ভালবাসেন না, কিন্তু কুরআন ইহাও বলে যে সেইরূপ মজলুম হযরত আদম (আঃ) হইতে এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের জীবনকে সেই ছাঁচে গড়িয়াছেন যাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়াছেন।

তারপর কুরআন শরীফ ইহাও বলে যে, তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে, তোমাদের জন্য সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা হইবে, ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হইবে এবং তোমাদের সামাজিক বয়কটও করা হইবে। এই জাতীয় চেষ্টা-চরিত্র চালান হইবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আত্মনিবেদিত ব্যক্তিগণের, তাঁহার নামের মর্যাদা বৃদ্ধিকারীগণের, তাঁহার প্রেম ও ভালবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম, কুরআন করীম ও হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লামের সেবায় আত্মনিয়োগ-কারীগণের পরীক্ষা দুঃখ-বেদনার আঘাত সমূহের দ্বারা করা হইবে ; এমন চেষ্টা-তদ্বীর চালানো হইবে, যাহাতে তাহারা খাওয়ার এবং পান করার জন্য কোন কিছুই না পায়।

বিগত দিনগুলিতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, মর্মান্তিক। কিন্তু এখন এমন সব খবরও পাওয়া যাইতেছে যে, যেখানে তাহারা (বিরুদ্ধবাদীগণ) দুর্বল ও অল্প সংখ্যক আহ্‌মদী দেখিতে পায়, সেখানেই বলে যে, ইহাদিগকে বয়কট কর, ইহাদিগকে কিছু খাইতে দিও না, পানিও পান করিতে দিও না। দোকান হইতে জিনিষ-পত্র কেনা-কাটা করিতে এবং ভিশতীদিগকেও পানি সরবরাহ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইত্যাদি। এজন্য আমরা উদ্বিগ্ন নহি যে, ক্ষুধার কষ্টের উপ-করণ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার খবর তো কুরআন শরীফ আমাদিগকে পূর্ব হইতেই দিয়াছে। (যাহা উদ্বেগের কারণ, তাহা আমি পরে উল্লেখ করিব)। তেমনিভাবে আল্লাহ্-তায়ালা বলেন :

و نقص من الاموال و الانفس

—আর্থিক ক্ষতির দ্বারা তোমাদিগের পরীক্ষা লওয়া হইবে এবং তোমাদিগকে প্রাণেরও কুরবানী দিতে হইবে। ইহার সঙ্গেই আরও বলিয়াছেন যে, দুনিয়ার কল্যাণরাজি অর্জনের জন্য তোমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্য ফল হইতেও তোমাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে। মোটকথা, তোমাদের চেষ্টা চরিত্রের সুফল হইতে বঞ্চনা দিয়াও তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে।

এখন (রবওয়ার) বাহির হইতে যে সব সংবাদ আসিতেছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, আমাদের ভ্রাতাদিগকে ক্ষুধার পরীক্ষায় ফেলিবার দিকেই বেশী মনযোগ দেওয়া হইতেছে। এই প্রচেষ্টা চালান হইতেছে যে, আহ্‌মদীরা যেন কিছুই খাইতে এবং পান করিতে না পায়। যখন আমার নিকট বাহির হইতে এই সব রিপোর্ট আসে, তখন আমি চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়ি এবং আমার সহিত যাহারা দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদিগকেও বুঝাইয়া বলি যে, দেখুন, আমাদের প্রিয় ও মাহ্‌বুব প্রভু হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মক্কী জীবনে, কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে আড়াই বৎসর পর্যন্ত এবং অন্যান্যদের মতে তিন বৎসর পর্যন্ত 'শে'ব-এ-আবি-তালিব' নামক উপত্যকায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তখনকার সকল মুসলমান তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত সকলেরই 'আযমায়েশ' করা হইয়াছে, তাহাদের পরীক্ষা করা হইয়াছে। তিন বৎসর পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে, তাঁহারা যেন কিছু খাইতে না পান, পান করিতে না পারেন। যদিও আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের জন্য এ ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন বাঁচিয়া

থাকার মত খাইতে পান, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যেহেতু তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার পথে তাঁহাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা জগতে ঘোষিত হওয়া এবং এই মহান নিদর্শনকে কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখা নির্ধারিত ছিল, সেইহেতু আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদিগকে যদিও সব কিছুই দিতে পারিতেন, কেননা দুনিয়ায় তাঁহারই আদেশ সচল এবং এবং দুনিয়ার সমস্ত শক্তি তাঁহারই করতলগত; যদিও আল্লাহ্‌তায়ালা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিতে পারিতেন যে, সেই বন্দী ও অবরুদ্ধ অবস্থায়ও মুসলমানগণ স্বাভাবিক ভাবে খাদ্য সামগ্রী পাইতেন, কিন্তু তদ্রূপ ঘটে নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদিগকে ততটুকু খাইতে দিয়াছেন, যতটুকুতে তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয় এমনকি, এজন্য জাগতিক উপায় উপকরণেরও প্রয়োজন ছিল না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একবার সাহাবীগণকে বলিয়াছিলেন যে, ক্রমাগত ভাবে প্রতিদিন রোজা রাখিবে না। সাহাবীগণ বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো এই ভাবেই রোজা রাখেন।" তিনি বলিলেন, "আমাকেতো খোদাতায়ালা খাওয়াইতে থাকেন এবং পানও করাইতে থাকেন। এই ব্যাপারে তোমরা আমার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিও না, বরং বাহ্যিক তদ্বীর এবং জাগতিক নিয়মকানুনের মধ্যে তোমরা আমার দৃষ্টান্ত ও আদর্শকে অনুসরণ কর। আমার কিছু এরূপ উচ্চমোকাম ও মর্যাদাও আছে, যাহা শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট, যেমন স্বয়ং খতমে-নবুয়তের মোকাম, ইহা এমন একটি মোকাম যাহা দুনিয়ার কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ রাখে না। ইহার সম্বন্ধ একমাত্র সেই প্রিয় এবং সর্বাধিক সুন্দর সত্তার সহিতই রহিয়াছে, যাঁহাকে দুনিয়া মুহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এই পবিত্র নামে স্মরণ করিয়া থাকে।

মোট কথা, আমিও চিন্তা করি এবং বন্ধুদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, দেখ ক্রমাগত তিন বৎসর অথবা আড়াই বৎসর পর্যন্ত তো (কোন বিরতি ব্যতিরেকেই) অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীগণ চেষ্টা তদ্‌বীর চালাইয়াছিল হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত মুসলমানদিগকে বন্দী করিতে, এমনকি তাহারা যেন কোন কিছু খাইতে ও পান করিতে না পান।

পরবর্ত্তীকালে যখন সমস্ত দুনিয়ার ধন-সম্পদ মুসলমানদের চরনে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তখন একবার একজন বুজুর্গ সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করিলেন যে, 'আমি শে'বে-আবি-তালেবে অবরুদ্ধ থাকা কালে একবার রাত্রির অন্ধকারে কোথাও যাইতেছিলাম। তখন হঠাৎ আমার পায়ের নীচে কোন জিনিষ পড়িল, যাহা আমার নিকট নরম কোন কিছু অনুভূত হইল (তিনি বলেন) আমি নীচে ঝুঁকিয়া উহা তুলিয়া মুখে দিয়া ফেলিলাম; কিন্তু আজও জানি না যে উহা কি জিনিষ ছিল? মোট কথা এতই প্রবল ছিল তাঁহার ক্ষুধা: মক্কী

জীবন প্রায় গোটাটিই দুঃখ-বেদনার জীবন ছিল। সুতরাং আমাদের হৃদয়ে যদি হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালবাসা থাকে এবং নিশ্চয় আছে, তাহা হইলে তিনি তো খোদাতায়ালার পথে দশ বৎসর যাবৎ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছেন; সেই মহব্বাত ও ভালবাসার দাবী ও আবেদন এই যে, দশ কেন, বহু দশ বৎসর পর্যন্তও যদি আল্লাহ্তায়ালা আমাদের আযমায়েশ ও পরীক্ষা করেন, তাহা হইলেও আমরা তাঁহার প্রতি ভালবাসার ফলশ্রুতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে ইহা প্রমাণ করিয়া দিব যে, যাহারা খোদাতায়ালার মা'রেফত (তত্ত্বজ্ঞান) রাখে এবং হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ভালবাসে, ক্ষুধাজনিত অবস্থা তাহাদের ওফাদারী ও বিশ্বস্ততাকে দুর্বল করিতে পারে না। তাহারা ঠিক সেই ভাবেই প্রেমে বিভোর থাকে, যেভাবে কোন ব্যক্তি পেট ভরিয়া খাইয়া পরিতৃপ্ত ও বিভোর হয়। তাহারা বিভোর থাকে আল্লাহ্তায়ালার এবং হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রীতি ও ভালবাসয়ে। সুতরাং প্রত্যেক আহ্মদীর উচিত যে, সে যেন মযলুমিয়ত ও উৎপীড়নের জীবনকে আনন্দ ও প্রফুল্লতার সহিত বরণ করে। যদি সে এই মযলুমিয়তের জীবনকে সানন্দে গ্রহণ করে, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টিতে সে ঐ সকল পুরস্কার লাভের উপযোগী হইবে, যে সব পুরস্কার খোদাতায়ালার পথে এই শ্রেণীর দুঃখ-কষ্টকে প্রফুল্লচিত্তে বরণকারীগণ লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ইসলামী ইতিহাস এই প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিপূর্ণ। হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর সাহাবা-এ-কেরাম (রাঃ), যাঁহারা জুতার নীচে চাপাপড়া নরম জিনিষকে না দেখিয়াই খাইয়া ফেলিতেন, খোদাতায়ালা দুনিয়ার ধন-সম্পদ তাঁহাদের পায়ের উপর আনিয়া ঢালিয়া দিলেন, এবং যেমন নাকি আমি পূর্বেও এক জুমার খোৎবাতে উল্লেখ করিয়াছিলাম, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন:

"হে খোদা! যে ব্যক্তি তোমার হইয়া যায়, তাহাকে তুমি দুই জাহান দান করিয়া থাক, কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার হইয়া গিয়াছে, সে দুই জাহান লইয়া কি করিবে? তাহার জন্য তুমিই যথেষ্ট।"

মোট কথা, প্রথম বিষয়টি যাহা আমি বলিতে চাই, তাহা এই যে, তোমরা মযলুমিয়ত ও উৎপীড়নের জীবনকে প্রফুল্লচিত্তে বরণ কর, যাহাতে তোমরা আল্লাহ্তায়ালার অগণিত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হইতে পার— (ইনশাআল্লাহ্তায়ালা)।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, গত কালকের পত্রিকাগুলিতে একটি খবর প্রকাশ হইয়াছে যে, সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক এসেম্বলী সর্বসম্মতিক্রমে ফেডারেল সরকারের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছে যে, জামাতে আহ্মদীয়াকে

অ-মুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হউক। ইহার সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে চাই। এই প্রসঙ্গে প্রথম কথাতো আমি এই বলিতে চাই যে, আমাদের অধিকার সমূহের সংরক্ষণ করা সরকারের ঠিক সেই ভাবেই কর্ত্তব্য, যেভাবে যে কোন অন্য পাকিস্তানী নাগরিকের অধিকার সমূহ সংরক্ষণ করা উহার কর্ত্তব্য। এই সরকারের জন্য আমরা দোয়া করিয়া আসিয়াছি, এখনও করিতেছি এবং করিতে থাকিব, যেন আল্লাহ্-তায়ালা তাহাদিগকে দূরদর্শীতা দান করেন এবং তাহাদের দ্বারা যেন এমন কোন কাজ সংঘটিত না হয়, যাহার দরুন দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনার উপকরণ সৃষ্টি হইয়া যায়।

সংখ্যালঘু সম্পর্কে তথাকথিত উলেমার ফৎওয়া সমূহের যে ব্যপার, তাহা তো এই যে, সারা দুনিয়ার উলেমা-এ-যাহের এবং প্রত্যেক ফেরকার প্রচার সর্বস্ব আলেমরা যাহারা আমাদের সহিত একমত নহেন, তাঁহারা সকলই আমাদের বিরুদ্ধে কুফরের ফতওয়া দিয়া আসিয়াছেন। সমস্ত দুনিয়ার তথাকথিত উলেমার কুফরের ফতওয়া সমূহের পর, সরকারের প্রতি এই শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল যে, সরকার যেন আহ্মদীয়া ফেরকার মুসলমানদিগকে অমুলমান সংখ্যালঘু বলিয়া আখ্যাদান করে? ইহা একটি চিন্তা করার ব্যাপার। আমিও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি, আপনারাও চিন্তা করিয়া থাকিবেন এবং পাকিস্তানের শত করা নিরান্নবই জন শরীফ ও ভদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীই চিন্তা করিয়া থাকিবেন যে, ব্যাপারটি কি?—সমস্ত দুনিয়ার মৌলবীরা ঘোষণা করিয়াছেন এবং আহ্মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে কুফরের ফতওয়া দিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত দুনিয়ার মৌলবীগণের ফতওয়া দেওয়ার পরও আহ্মদীগণ কাফের সাব্যস্ত হইল না বলিয়া এখন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে যে, উহা যেন জামাতে আহ্মদীয়াকে অমুসলমান সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সারা দুনিয়ার তথাকথিত উলেমার এই কথারই স্বীকারোক্তির ঘোষণা যে, "আমরা তো আহ্মদীদিগকে কাফের বলিতে বলিতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া গেলাম, তবুও আমাদের দ্বারা ইহারা কাফের বনিতেছে না। এখন এ ব্যাপারে সরকার যেন কিছু করেন, যাহাতে আমাদের মন খুশী হয়।" প্রকারান্তরে, সমগ্র দুনিয়ার উলেমার (সম্মিলিত) চেষ্টা-সাধনার বিফলতার মোকাবেলায় সরকার যেন কোন কিছু করেন, যাহাতে মৌলবীগণের চিত্ত প্রসন্ন হয়। সুতরাং দুনিয়ার তথাকথিত উলেমার তরফ হইতে এই ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে এ কথারই প্রমাণ যে, তাঁহাদের সকল ফতওয়া বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

আমি আপনাদিগকে একটি ঘটনা শুনাইতেছি। ১৮/১৯ বৎসর পূর্বের কথা। পাঞ্জাব

সরকারের একজন সেক্রেটারী, যিনি আমার সহিত অক্সফোর্ডে পড়িতেন, একদিন আমাকে বলিলেন যে, আলেমরা আমার নিকট আসিতেছেন এবং তাঁহারা আমার উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছেন যে, সরকার যেন প্রথমতঃ আহ্‌মদীয়া জামাতকে অমুসলমান সংখ্যালঘু বলিয়া আখ্যাদান করে এবং দ্বিতীয়তঃ এই আইন যেন পাশ করে যে, কোন ব্যক্তিই ভবিষ্যতে আহ্‌মদী হইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে উত্তর দিলাম, দ্বিতীয় ব্যাপারটির প্রশ্নে এই বলিতে হয় যে, ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি আহ্‌মদীয়া জামাতে দাখিল হইতে পারিবে না —এ ধরনের কানুন তৈরীর পূর্বে আপনাদিগকে আর একটি কানুন তৈরী করিতে হইবে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "উহা কি?" আমি বলিলাম, "আপনাদিগকে প্রথমে কানুন বানাইতে হইবে যে, আমরা পাকিস্তানে "মুনাফেকদের" এমন একটি দল সৃষ্টি করিতে চাই, যাহারা অন্তকরণে আহ্‌মদী হইবে, কিন্তু মুখে তাহারা উহার অস্বীকার করিবে। কেননা দুনিয়ার কোন পার্থিব শক্তিই অন্তরের সংকল্প (আকীদা) পরিবর্তন করিতে পারে না। কাহারও জবানের উপর ও ভাব প্রকাশের উপর আপনি বাধা নিষেধ আরোপ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার হৃদয়ের সংকল্প বা আকীদার উপর কোন বাধা নিষেধ আরোপ করিতে পারেন না। যদি এই ধরণের আইন প্রণয়ন করা হয়, তাহা হইলে উহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্তরে তো আহ্‌মদী হইতে থাকিবে কিন্তু মুখে বলিবে যে তাহারা আহ্‌মদী নহে। এ জন্য প্রথম এই আইন প্রণয়ন করুন যে, "আমরা এই শ্রেণীর 'মুনাফেক' দিগের একটি দল সৃষ্টি করিতে চাই, যাহারা অন্তরে আহ্‌মদী হইবে কিন্তু মুখে অস্বীকার করিবে।

আর প্রথমোক্ত কথাটি অর্থাৎ আহ্‌মদীদিগকে অমুসলমান সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, এই মৌলবীরা ইহাও বলেন যে, তাঁহাদের তামাম ফতওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণ আহমদীদিগকে মুসলমান বলিয়া ধারণা করে। প্রকারান্তরে, তাঁহারা (উলেমা) নিজেরাই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ফতওয়া নিঃস্ফল ও অকেজো প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যদি সমস্ত জগতের আলেমের ফতওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিক আহ্‌মদীদিগকে মুসলমান মনে করে, তাহা হইলে আপনারা যে আইন প্রণয়ন করিবেন এবং তদ্বারা যে আরও একটি ফতওয়া জারী করিবেন, উহার অবস্থাও অন্যান্য ফতওয়ার ন্যায়ই নিছক একটি ফতওয়া অপেক্ষা বেশী কিছু হইবে না। অতীতের অসংখ্য ফতওয়ার মধ্যে আর একটির সংযোজনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আমাদিগকে কি রূপে অমুসলমান ভাবিতে লাগিবে? তাহারা তখনও দেখিবে যে, আমরা মুসলমানদের মতই নামাজ

পড়িতেছি, আমাদের ঘর-বাড়ী হইতে কুরআন মজীদের তেলাওতের আওয়াজ বাহিরে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তাঁহারা শুনিতে ও পাইতেছেন, এবং এই তৎপরতা ও সংগ্রামকেও তাহারা আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করিবেন যে, আমরা ইসলামের ছাঁচে উহাকে গড়িতেছি। তেমনিভাবে জগৎ ব্যাপী ইসলাম প্রচারের কীর্তি সমূহের কথাও তাহাদের কানে আসিতে থাকিবে, তখন তাহারা তোমাদের আর একটি ফতওয়ার সংযোজনে আমাদিগকে কিরূপে কাফের ভাবিতে আরম্ভ করিবে? এই কথার উপর তিনি চিন্তায় পড়িয়া গেলেন এবং বলিলেন কথা তো ঠিকই বলিয়াছেন।

সুতরাং সারা দুনিয়ার তথাকথিত উলেমা, যাঁহারা পূর্বেই আমাদিগকে কাফের আখ্যা দিয়াছেন, তাঁহাদের এখন এই চিন্তা কেন ধরিয়া বসিয়াছে যে, সমস্ত দুনিয়া আমাদিগকে এখনও মুসলমানই মনে করে। হইতে পারে তাঁহারা এই ঘোষণা করুক যে, তাহাদের যাবতীয় ফতওয়া নিঃস্ফল ও ব্যর্থ হইয়াছে এবং আমরা এই ঘোষণা করিব যে, সরকারের কোন ফতওয়া আইনানুগ মর্যাদা রাখে না। দুনিয়ার যে (আন্তর্জাতিক) আইন এবং আমাদের দেশের যে সংবিধান রহিয়াছে, উহারা তো এই ধরণের বিষয়ে চিন্তা করিতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দেশীয় আইন ইহার অনুমতি দান করে না, আন্তর্জাতিক আইনও ইহা অনুমোদন করে না।

যাহাই হউক, সরকার আইন প্রনয়ণ করুক —এ কথা এই সকল লোক এক তো এই কারণে বলিতেছেন যে, তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহদের ফতওয়া বিফল ও ব্যর্থ হইয়াছে। উহা কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। দুনিয়া আহ্‌মদীদিগকে এখনও মুসলমান বলিয়াই জানে।

ইহার দ্বিতীয় কারণ আমার নিকট এই যে, যদি সরকারের (তথাকথিত) ফতওয়া না হয়, শুধু উলেমার ফতওয়া থাকে, তাহা হইলে যেমন নাকি বিচারপতি মুনির তাঁহার তদন্ত রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, এই সকল আলেমের ফতওয়া দৃষ্টে তো ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের প্রত্যেকটি ফেরকাই কাফের! দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের সেই সকল মুসলমান ভাই, যাহাদিগকে ওহাবী বলা হয়, অর্থাৎ ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসারীগণ (যাঁহাদের পরবর্ত্তীগণ তাঁহার শিক্ষার অনুসরণ না করিয়া তদনুযায়ী বেদাত-বিবর্জিত সমাজ কায়েম করে নাই)। মোট কথা, ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসায়ী এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রাখে এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে অপরাপর সকল ফেরকার উলেমা কুফরের ফতওয়া দিয়াছেন।

তারপর আছেন শিয়াগণ। তাঁহাদের রাষ্ট্র ও সরকারও রহিয়াছে। তাহাদের নিজস্ব আকীদা (ধর্ম বিশ্বাস) বিদ্যমান। কোন কোন ব্যাখ্যায় ও বিস্তারিত বর্ণনায় তাহারা অন্যান্য মুসলমান হইতে অনেকখানি পৃথক। শিয়াগণের

নামাজ ও তাহাদের নামাজের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। তারপর সুন্নীগণের মধ্যেও আবার মালেকীগণ আছেন। কোন কোন সময় তাহারা আফ্রিকায় আমাদের সহিত বহসা করেন যে, তোমরা কিরূপে মুসলমান হইতে পার? তোমরা তো বুকে হাত বাঁধিয়া নামায পড়। সুতরাং তাহাদের মধ্যকার অনেক ভ্রাতা, যাহারা হজ্জ করার তৌফিক পাইয়াছেন, যখন তাঁহারা মক্কা মোয়াজ্জামার উলেমাকে এবং মুসল্লীদিগকে হাত বাঁধিয়া নামায আদায় করিতে দেখিলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা একটা ভুল মসলা খাড়া করিয়া বহসায় লিপ্ত ছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহারা হজ্জ সমাধা করিয়া দেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহারা আহ্‌মদী হইয়া গেলেন। যদি কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক ইহা চিন্তা করিয়া থাকে যে, আহ্‌মদীয়তের বিস্তারকে বন্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে এই উদ্দেশ্যে আহ্‌মদীদিগের হজ্জ বন্ধ করায় ততটা লাভ হইবে না, যতটা আফ্রিকান দেশ সমূহের গয়ের আহ্‌মদী মুসলমানদের হজ্জ বন্ধ করায় লাভ রহিয়াছে। কেননা, উক্তরূপ ছোট খাট মসলা সমূহের মধ্য হইতে কোন কোনটি (যেমন, হাত বাঁধিয়া নামায পড়া, ইত্যাদি) সেখানে (মক্কায়) যাইয়া নিজে নিজেই সমাধা প্রাপ্ত হয় এবং এই ভাবে মানুষ আহ্‌মদী হইয়া যায়।

তেমনিভাবে আহ্‌লে-হাদিস ফেরকা কেই ধরুন এবং তাহাদিগকে তথাকথিত উলেমার বিভিন্ন ফেরকা হইতে পৃথক রাখিয়া বাদ বাকীদের ফতওয়া সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহা হইলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, আহ্‌লে-হাদীস গণও অমুসলমান সংখ্যালঘু, —ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহ্‌হাব (রহঃ)-এর অনুসারীগণ অর্থাৎ ওহাবীগণ অমুসলমান সংখ্যালঘু। এখানে আমি সেই কথাই বলিতেছি, যাহা বিচারপতি মুনীর তাঁহার তদন্ত কমিশন রিপোর্টে লিখিয়াছেন এবং আমি মনে করি যে, তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন যে, এমতাবস্থায় আপনারা কোথাও মুসলমান দেখিতে পাইবেন না।

সুতরাং, যেহেতু শুধু উলেমার ফতওয়ার বদৌলতে কোন ফেরকাই মুসলমান থাকিতে-ছিলনা এবং যেহেতু ইহা ঐ সকল আলেমের জন্য বড়ই অসুবিধা ও বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এজন্য তাহারা চিন্তা করিল যে, একটি ফতওয়া এই রূপ হউক, যাহা শুধু একটি মাত্র ফেরকাকেই অমুসলমান সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করিবে। তারপর আমরা হট্টগোল করিয়া অন্যান্য সকলের দৃষ্টি সেই বিষয়ের দিক হইতে ফিরাইয়া রাখিব, যাহা সকল ফেরকার পরস্পর আত্মঘাতী ফতওয়া সমূহের কুপ্রভাবে ও পরিণতিতে মুসলিম উম্মতের উপরে ঘটিয়া গিয়াছে। ইহাই হইল দ্বিতীয় কারণ, যেজন্য উলেমার পক্ষ হইতে এ ব্যাপারে জোর দেওয়া হয় যে, সরকারের উচিৎ ফতওয়া দেওয়া।

তৃতীয়তঃ, তাহারা সরকা কে মুফতী বনিয়া এই ব্যাপারে এই কারণে নাক গলাইবার জন্য

বলেন যে, তাহাদের কুফরের ফতওয়া সমূহের সম্বন্ধে দেখা যায় যে ঐগুলির মধ্যে কোন স্থিরতা নাই।

কিছুকাল পূর্বে, আমাদের মোহ্তরাম শাহ্ ফয়সলকে ও তাঁহার পরিবার বর্গকে এবং তাঁহার সম-আকীদাভুক্ত (ওহাবী ফেরকার) লোক দিগকে অন্যূন বার বৎসর পর্যন্ত হজ্জ ব্রত পালনে বাধা দান করা হইয়াছিল। তেমনিভাবে তাঁহার সম-আকীদাভুক্ত বা প্রায় অনুরূপ আকীদা পোষণকারী কতিপয় ব্যক্তি, যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে হেজায গিয়াছিলেন, তাহাদের উপরও তৎকালীন সরকার কঠোর নিপীড়ন আরম্ভ করেন, যে জন্য বৃটিশ সরকারকে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের জান বাঁচাইতে হয়। কিন্তু ইহা সত্বেও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় উলেমা, যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে সেখানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ৩৯টি করিয়া বেত্রাঘাত করা হয় এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বৃটিশ সরকারের চাপের ফলে জবরদস্তি ভারত বর্ষে ফেরত পাঠান হয়। এখন তাঁহাদের (ওহাবীদের) রাজত্ব এবং বর্ত্তমান উলেমার ফতওয়াও তাঁহাদের পূর্বেকার ফতওয়া হইতে ভিন্নতর।

রাজত্বের বা সরকারের পরিবর্ত্তনের কারণে, অথবা পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের ফলে তথাকথিত উলেমা কর্ত্তৃক চৌদ্দশত বৎসর ব্যাপী প্রদত্ত ফতওয়া সমূহের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি শুধু এই দৃষ্টিকোন হইতেই লক্ষ্য করে, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়া পারিবে না যে, অলেমদের ফতওয়া গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা তাঁহারা আজ এক রকম ফতওয়া দেন, দশ দিন পর আবার অন্য রকম ফতওয়া জারী করেন। আজ এক ফতওয়া দেন এবং বার বৎসর পরে উহা হইতে ভিন্ন ফতওয়া জারী করেন।

হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা)-এর প্রতি আমাদের হৃদয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা এই পর্যায়ে রহিয়াছে যে, আমরা মনে করি, দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসী বৃন্দ সেই মৃত্তিকার এক মুষ্ঠি ধুলিকণার জন্য, যাহার উপর হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ আঃ)-এর কদম মোবারক পড়িয়াছিল, কোরবানী হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু মক্কা মোয়ায্যামাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি যে সম্মান ও ভক্তি, তাহা স্বস্থানে, এবং সেই সকল তথাকথিত আলেমের সম্মান তাঁহাদের নিজ স্থানে, যাঁহারা এক সময়ে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব (রহঃ) এবং তাঁহার অনুসারী দিগের উপর কুফরের ফতওয়া জারী করিয়াছিলেন—যাহা ছিল বড়ই কঠোর ফতওয়া। অতঃপর পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের (ওহাবী গণের) মুসলমান হওয়ার এবং অন্যান্যদিগের কাফের হওয়ার ফতওয়া দিলেন। এই উভয় শ্রেণীর ফতওয়া আমাদের প্রচলিত কেতাব সমূহের মধ্যে হরমাইন শরীফাইনের ফতওয়া নামে বিখ্যাত।

মোট কথা, যেহেতু তাঁহাদের ফতওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই, এজন্য দুনিয়াবাসী,

যাহারা ধর্মীয় জ্ঞান না রাখিলেও জাগতিক দিক দিয়া অনেক খানি সূক্ষ্মদর্শীতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের একটি জবরদস্ত আপত্তি এই আলেমগণের ফতওয়া সমূহের বিরুদ্ধে এই যে, আজ তোমরা একটা ফতওয়া দাও, আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে আর একটা উহার বিরোধী ফতওয়া দিয়া থাক। যেমন, এক সময়ে সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে এই বলিয়া কুফরের ফতওয়া দিয়াছিলে যে, তিনি কোরআন শরীফের ব্যাখ্যায় এমন সব কথা বলেন, যাহা তাঁহার পূর্ববর্ত্তী আলেমগণ এবং বুজুর্গগণ বলেন নাই। আবার পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পরে যে বুজুর্গ আসেন, তাঁহার উপর এই বলিয়া কুফরের ফতওয়া জারী কর যে, তিনি যে কথা বলিতেছেন, উহা সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) হইতে ভিন্ন। প্রথমে, তাঁহার উপর ফতওয়া লাগাইয়াছ যে, তিনি পূর্ববর্ত্তী বুজুর্গ গণ হইতে ভিন্ন কথা বলিয়াছলেন। আবার পরবর্ত্তী বুজুর্গ আউলিয়ার উপর ফতওয়া প্রয়োগ করিয়াছ যে, তাঁহারা সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) কর্ত্তৃক পেশকৃত ইসলামের ব্যাখ্যা হইতে পৃথক ব্যাখ্যা পেশ করেন।

মোট কথা, উলেমা এখন চাহিতেছেন যে, এমন কোন ফতওয়া যেন হয়, অর্থাৎ, সরকারের ঘোষিত ফতওয়া, যাহার মধ্যে স্ববিরোধীতা ও ভিন্নতা না হয়—সকালে এক কথা বলা, আবার সন্ধ্যায় অন্যকথা। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, সরকার কেন ফতওয়া দিবে? কোন সরকারকেই, না কোন মানবীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, না কোন মানবীয় ভদ্রতা ও শালীনতা, না কোন মানবীয় বিবেক ও প্রকৃতি এবং না কোন ধর্ম, যাহা বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে নাযেল হইয়াছে, ইহার অনুমতি দান করে যে, উহা (সরকার) মানুষের হৃদয়ের উপরে হুকুম জারী করুক। কোন এক যুদ্ধের সময়ে এক ব্যক্তি যে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল, তাহার মাথার উপর যখন এক মুসলমানের তলওয়ার উদ্যত হইল, তখন সে বলিয়া উঠিল—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্', কিন্তু সেই মুসলমান তাহাকে এই বলিয়া বধ করিয়া বসিলেন যে, তুমি প্রাণের ভয়ে ইসলাম স্বীকার করিতেছ। যখন হযরত নবী আকরাম(সাঃ) এই ঘটনা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি সেই সাহাবীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি কি তাহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়ছিলে? তিনি বলিলেন যে, খোদাতায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সে যখন কলেমা পড়িল, তখন তুমি কোন নীতি অনুযায়ী ও কোন আকীদা এবং কোন শিক্ষা মোতাবেক তাহার গর্দান কাটিলে সুতরাং বল, তুমি খোদাতায়ালাকে কি উত্তর দিবে?

সুতরাং দুনিয়ার কোন ধর্ম কোন সরকারকেই এই অনুমতি দান করে না যে, যদি

কোন ব্যক্তি বা জামাত বা সম্প্রদায় বলে যে, সে বা তাহারা মুসলমান, তখন সেই কথার বিরুদ্ধে সরকার একথা বলিবে—'না, তুমি বা তোমরা মুসলমান নও'। ইহা তো এতই সহজ ও সুস্পষ্ট বিষয় যে, খোদাতায়ালার অস্বীকারকারী নাস্তিকগণও মানব জীবনের এই বাস্তব সত্যটি স্বীকার না করিয়া পারে না। আমাদের বর্ত্তমান বিশ্বে কিছুতো নিরপেক্ষ ধরণের দেশ রহিয়াছে। কিন্তু যে শক্তিশালী এবং সম্পদশালী দেশ গুলি আছে, উহারা দুই ভাগে বিভক্ত। একটিকে ডানপন্থী Rightist বলা হয় এবং অপরটিকে বলা হয় বামপন্থী Leftist. সুতরাং ডানপন্থীগণও উক্ত বাস্তব সত্যটিকে স্বীকার করে এবং বামপন্থীরাও ইহাকে স্বীকার করে। চেয়ারম্যান মাও-সে তুং একটি মহান দেশের মহান নেতা। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে সূক্ষ্ম-দর্শীতা দান করিয়াছেন এবং যত খানি আমি এই পুস্তক পড়িয়া জানিতে পারিয়াছি, আমি মনে করি, তিনি মানবতার বড়ই সেবা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি খোদাতায়ালার অস্তিত্বে ঈমান রাখেন না, তবে মানবীয় চারিত্রিক মূল্য বোধ সমূহে অবশ্যই তিনি ঈমান রাখেন। তিনি বড়ই জোরের সহিত লিখিয়াছেন, 'আমাদের শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের যুবকগণের পূর্ণ মাত্রায় চরিত্রবান হওয়া উচিত'। তিনি সেই সকল চারিত্রিক গুণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ইসলাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। তিনি খোদাকে স্বীকার করেন না, কিন্তু নৈতিকতা সম্বন্ধে এই শিক্ষা দান করেন যে, 'দেখ, কখনও গর্ব ও অহংকার যেন তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়'। তাঁহার এই বাক্য, যাহা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নীতি-বাক্য এবং ইসলামের ব্যখ্যাদানকারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এরও বাণী, ফেরেস্তাগণ অলক্ষ্যে উহা চেয়ারম্যান মাওকে শিখাইয়া থাকিতে পারেন। সুতরাং তিনি ঐ প্রসঙ্গেই ইহাও বলিয়াছেন যে, 'তোমাদের মাথা যেন সর্বদা জমীনের দিকে ঝুকিয়া থাকে'। এই কথা গুলি চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর নিজের। তাঁহার গ্রন্থাবলী ও রচনাবলীর মধ্য হইতে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি সহ তাঁহার একখানা পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে, উহার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন :

"Our Constitution lays it down that Citizens of the Peoples' Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, assembly, association, procession, demonstration, religious belief."

অর্থাৎ, আমাদের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করে।

তারপর তিনি আরও লিখেন :

"We cannot abolish religion by administrative decree or force people not to believe in it."

তাঁহার দর্শননীতি এই যে, মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভবপরই নয়, কেননা ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার,

এবং যেমন নাকি আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, কোন জাগতিক শক্তি মানব হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; উহা জবানকে বাধ্য করিতে পারিলেও কিন্তু হৃদয়কে বাধ্য করিতে পারে না। এই বাস্তব সত্যটিকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং উপরোক্ত কথা গুলিতে তাঁহার এনীতিরই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে যে, আমরা ধর্মকে প্রশাসনিক আইনের দ্বারা মিটাইয়া দিতে পারি না এবং আমরা কাহাকেও জাগতিক শক্তির দ্বারা বাধ্য করিতে পারি না যে, সে তাহার নিজস্ব আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাসের উপর ঈমান না রাখে। সুতরাং একজন নাস্তিকও ইহা জানেন, যাঁহার সম্বন্ধে আমি জানাইয়াছি. তিনি তো তাঁহার জাতির একজন মহান ব্যক্তি; তিনি বিপুল খেদমত করিয়াছেন সেখানকার মজলুম মানুষের। তাহাদিগকে অন্যায় শোষণ (Exploitation) হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাহাদের জন্য জাগতিক কল্যাণের উপাদান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষনতার সহিত সমাধা করিয়াছেন; সেই সকল লোকের তিনি প্রিয় নেতা এবং আমাদের অন্তরেও তাঁহার জন্য ভক্তি রহিয়াছে। কেননা তিনি মানবজাতির সেবা করিয়াছেন। তিনি নাস্তিক হইলেও আখলাক বা চারিত্রিক মূল্য বোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং তিনি এই চির সত্যটি অনুধাবন করিয়াছেন যে, কোন জাগতিক শক্তিই—উহা চীনের মত বিরাট শক্তিই হউক না কেন—আর পাকিস্তান তো চীনের মত বিরাট শক্তিও নহে, কোন বিরাট জাগতিক শক্তিও আইন প্রণয়ন করিয়া অথবা প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোন ব্যক্তিকেই তাহার নিজস্ব আকিদা বা ধর্ম বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করার জন্য বাধ্য করিতে পারে না। তিনি (চেয়ারম্যান মাও) বলেন যে, কোন শক্তি ইহা করিতেই পারে না। ইহা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং পাকিস্তানী রাষ্ট্র বা সরকারের জন্য ইহা কি ভাবে সম্ভব হইয়া যাইবে? ইহা একেবারেই অযৌক্তিক ব্যাপার। সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহাদের লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কি বলিবে চীন? কি বলিবে রুশ? কি বলিবে আমেরিকা? কি বলিবে সমগ্র বিশ্ব? এবং কি বলিবে এই দেশে বসবাসকারী সেই সংখ্যা গরিষ্ঠ সুধী সমাজ? যাহা অযৌক্তিক, যাহা তোমাদের এখতেয়ার-ভুক্ত নয়, উহার সম্বন্ধে ফয়সালা করার প্রতি তোমরা কেন মনোনিবেশ করিয়াছ? বিশ্বের কথা আমি প্রথম বলিয়াছি; পাকিস্তানের সংবিধানের কথা পরে বলিব।

দ্বিতীয়তঃ ইউ, এন, ও, (জাতিসংঘ) যাহা হইতে মাত্র কয়েকটি দেশই বাহিরে আছে উহার মধ্যে জগদ্বাসী সম্মিলিত ভাবে Human Rights বা মানবাধিকার সনদের ঘোষণা করিয়াছে এবং প্রত্যেক বৎসর মানব অধিকারের জন্য একটি দিবস উদযাপন করা হয়। সেই সনদের উপর পাকিস্তান ও স্বাক্ষর দান করিয়াছে

এবং সেই সকল অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়াছে। সেই Human Rights বা মানবাধিকার সনদের মধ্যে ইহা বলা হইয়াছে যে, বিশ্বের দেশ সমূহ সম্মিলিতভাবে ইহার জমানত বা নিশ্চয়তা দান করে যে প্রত্যেকটি মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকিবে। (আমি এখন ইচ্ছাকৃত ভাবেই শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতার কথাই উল্লেখ করিতেছি, কি অর্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা হইবে—তাহা আমি পাকিস্তানের বিষয় প্রসঙ্গে বলিব; পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই)। চীনের মত একটি দেশ যাহা জাগতিক সমৃদ্ধির দিক দিয়া একটি মহান দেশ, উহার নেতা চেয়ারম্যান মাও, যিনি তাঁহার সমস্ত জীবন তাঁহার জাতির কল্যাণার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে আল্লাহ্তায়ালা সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও দান করিয়াছেন যে, জন্য অপর কোন কোন কমিউনিষ্ট দেশের মত তিনি ইহা বলেন নাই যে আখলাক বা নৈতিকতা আবার কি? বরং তিনি নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে স্বীকার করিয়াছেন এবং আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলী কি, তাহাও বলিয়াছেন। আমি কারণ তো জানি না কিন্তু তিনি যে সকল চারিত্রিক বা নৈতিক গুণের নাম করিয়াছেন, তাহা সেই সমস্ত আখলাকই বটে যাহাদের সম্বন্ধে কুরআন করীম এবং নবী আকরাম (সাঃ আঃ) আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, উহা উত্তম আখলাক। পুণঃ তিনি বলিয়াছেন যে, আমাদের সমাজের মধ্যে দুশ্চরিত্রতার কোন স্থান নাই। এমনকি একেবার কোন মার্কিন সাংবাদিক যখন চীনের একটি ফ্যাক্টরীতে জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, যুবক-যুবতীগণ যখন এক সাথে পাশাপাশি কাজ করে, তখন তাহাদের মধ্যে অসৎ মিলন ঘটে কি না? তখন চীনা সাংবাদিক, যিনি সঙ্গে ছিলেন আশ্চর্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, ইহা কি রূপে সম্ভব? অর্থাৎ তাহাদের মস্তিষ্কে ঐ রকম কথা আসিতেও পারে না। মোট কথা, জাগতিক ভাবে উহা (চীন) একটি কত চরিত্রবান সমাজ।

আমার নিকট আখলাক বা নৈতিকতার ভিত্তি যেহেতু ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এখন যেহেতু কোরআন করীমের শরীয়ত ও হেদায়েতই প্রকৃত ও পরিপূর্ণ শরীয়ত ও হেদায়েত, সেই হেতু সমস্ত আখলাকের বুনিয়াদ কুরআন করীমের হেদায়েতের উপরই স্থাপিত। কিন্তু দুনিয়ারও কিছু নীতি আছে। তেমনি ধারায় চীন তাহার সামাজিক ভিত্তি উত্তম আখলাকের উপর রাখিয়াছে এবং সেই সকল আখলাকই তাহার মস্তিষ্কে আসিয়াছে। যাহাদের উপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ফেরেশতাগণই হয়ত তাহার মস্তিষ্কে ঐ গুলি উদ্রেক করিয়াছে। কেননা আমাদের জীবন এবং ইহার প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্তায়ালার হাতে। উহার বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। অবশ্য একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতাও দেওয়া হইয়াছে। যদিও তাহারা খোদাকে মানে না, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা এই সত্যটিকে উপলব্ধি করিয়াছে যে, কোন আইন

প্রণয়ন করিয়া কাহাকেও তাহার নিজের স্ব ঘোষিত আকীদা বা ধর্মমত হইতে বিরত রাখা একটি জঘন্য অযৌক্তিক ব্যাপার।

অবশেষে আমি পাকিস্তানের সংবিধানের সম্পর্কে বলিতেছি। পাকিস্তানের বর্ত্তমান সংবিধান, যাহা জনগণের সংবিধান, যাহার জন্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভুট্টু সাহেব অত্যন্ত গর্বিত এবং উহা সেই সংবিধান যাহা তাঁহার ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বে পাকিস্তানের উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা কারী এবং যাহা পাকিস্তানের সম্মান বৃদ্ধিরও কারণ, এহেন সংবিধান আমাদিগকে কি জানায়? ইহার ২০নং দফা হইতেছে:

(A) Every citizen shall have the right to profess, practise and propagate his religion, and

(B) Every Religious denomination and every sect there of shall have the right to establish maintain and manage its religious institutions.

[The constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973 Page 22 & 23]

ইহার অর্থ এই যে, পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিককে আমাদের এই সংবিধান যাহা আমাদের গর্বের কারণ, এই নিশ্চয়তা দান করে যে, যাহার যে ধর্মই হউক এবং নিজের জন্য যে ধর্ম সম্বন্ধেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক, উহাই তাহার ধর্ম। (ভুট্টো সাহেব অথবা মুফতী মাহমুদ সাহেব কিংবা মওদুদী সাহেব যাহা ফয়সালা করেন, তাহা নহে বরং সে নিজে যে ফয়সালা করে, উহাই তাহার ধর্ম এবং সে নিজে উহার ঘোষণা করার অধিকার রাখে। সে মুসলমান কিনা, তাহা ঘোষণা করার অধিকার এই সংবিধান তাহাকে দান করে এবং যদি সে এই ঘোষণা করে যে, সে মুসলমান, তাহা হইলে এই আইন বা সংবিধান, যাহার জন্য পিপলস্ পার্টিও গর্বিত (এবং আমরাও গর্ব বোধ করি যে উক্ত দফা উহাতে অন্তর্ভুক্তি লাভ করিয়াছে) সেই সংবিধান বলে প্রত্যেক নাগরিকের ইহা ঘোষণা করার সমান অধিকার রহিয়াছে যে, সে মুসলমান অথবা মুসলমানদের মধ্যে সে ওহাবী, কিম্বা আহ্‌লে হাদিস, অথবা আহ্‌লে-কুরআন, অথবা বেরলবী ইত্যাদি তেয়াত্তরটির যে কোনো একটি ফেরকাভুক্ত, কিম্বা সে আহ্‌মদী। ধর্মীয় স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝায়। ধর্মীয় স্বাধীনতা বলিতে আজিকার মানুষ ইহাই বুঝে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাহার নিজের ব্যক্তিগত কাজ যে সে মুসলমান কি না? সে খৃষ্টান কি না? সে ইহুদী কি না? সে হিন্দু কি না? সে বৌদ্ধ কি না? অথবা সে নাস্তিক কি না? এসম্পর্কে সে নিজেই ঘোষণা করিবে যে, কোন্ ধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ। এবং দুনিয়ার কোন শক্তি বরং দুনিয়ার সকল শক্তি মিলিয়াও তাহার উক্ত অধিকার ছিনাইয়া নিতে পারে না। এই কথাটিই ঘোষণা করে আমাদের (পাকিস্তানের) আইন বা সংবিধান। পূর্বেই জাতি

সংঘ ঘোষণা করিয়াছে এবং এখন আমাদের আইন ও সংবিধানও এই ঘোষণা করিতেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অধিকার রহিয়াছে যে, সে যে মুসলমান, ইহার ঘোষণা করা ও নিজের ধর্ম-বিশ্বাস (আকীদা) অনুযায়ী এবাদত সমূহ পালন করা এবং সেই মোতাবেক নিজের জীবন যাপন করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন আহ্‌মদী বলিতে পারে যে, সে পাঁচ ওক্ত নামায পড়িবে হাত বাঁধিয়া। একজন মালেকী বলিতে পারে যে, সে পাঁচ ওক্ত হাত ছাড়িয়া নামাজ পড়িবে এবং একজন শিয়া তাহার ধর্মমত অনুযায়ী তাহার কথা বলিবে। মোট কথা, ধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা বলার অধিকার রহিয়াছে যে, তাহার ধর্ম কি? সে বলিতে পারিবে যে, তাহার ধর্ম ইসলাম। কিন্তু আইন অনুযায়ী ইহা বলারও তাহার অধিকার আছে যে, সে শিয়া মুসলমান, বা সে সুন্নী মুসলমান অথবা সুন্নীদের মধ্যে হয় দেউবন্দী, নয় তো বেরলবী, নয় তো আহ্‌লে-হাদীস, অথবা ওহাবী মুসলমান, অথবা অন্য কোন ফেরকার সহিত তাহার সম্বন্ধ। (বলা হইয়া থাকে যে ফেরকার সংখ্যা তেয়ত্তরই থাকে, উহাদের মধ্যে কিছু বিলুপ্ত হয়, আবার কিছু নূতন গড়িয়া উঠে)। মোট কথা, ধর্মীয় স্বাধীনতার অর্থ এই বুঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধিকার রহিয়াছে ইহা বলার যে, সে অমুক ধর্মের অনুসারী এবং এ বিষয়ে দুনিয়ার কোন শক্তি, কোন সরকার বা রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বরং প্রত্যেক নাগরিকের ইহা আইনানুগ ও সংবিধান সম্মত অধিকার যে, সে তাহার নিজ মুখে ইহা ঘোষণা করিতে পারিবে যে, অমুক ফেরকার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ এবং তাহার নিজ বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী সে তাহার এবাদত সমূহ পালন করিবে এবং তাহার জীবন যাপন করিবে। তেমনিভাবে এই অধিকারও তাহার আছে যে সে তাহার ধর্মমত অনুযায়ী তবলীগ (প্রচার কাজ) করিবে। এবং কানুন বলে যে, এমন ভাবে তবলীগ করিবে না যাহার জন্য ফেসাদ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। কানুন বলে, কাহারও প্রতি মিথ্যা করিয়া ধর্মমত আরোপ করিও না। এবং যে ফেরকার বা যে ধর্মের সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখে, সে ধর্ম যদি তাহাকে এই নির্দেশ দেয় যে, গাল-মন্দ দিও না, তাহা হইলে সে যেন গাল-মন্দ না দেয়। উহা যদি বলে যে, উত্তেজিত হইও না, তাহা হইলে সে যেন উত্তেজিত না হয়। কিন্তু কানুন ইহা বলিতে পারে না যে, তোমরা তবলীগই করিতে পারিবে না। কেননা সংবিধানে বর্ণিত Propagate শব্দের অর্থ এই যে, যদি যুক্তি প্রমাণ কাহাকেও অকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে, তাহা হইলে তাহার জন্য এই অনুমতিও থাকিতে হইবে যে, সে যেন সেই যুক্তি ও প্রমাণ সমূহ Profess করার বা স্বীকার করার ঘোষনা করিতে পারে। অর্থাৎ, Propagate-এর সম্পর্ক

Profess এর সহিত হইয়া থাকে। অনুচ্ছেদ (বি) হইতেছে এই যে, প্রত্যেক ধর্ম এবং উহার প্রত্যেকটি ফেরকার এই অধিকার রহিয়াছে যে, উহা নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন করিতে পারে, উহাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করিতে পারে, উহাদের জন্য ব্যয় করিতে পারে এবং এ সম্পর্কিয় অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের আইন বা সংবিধান আমাদের সরকারকে, আহ্‌মদীগণ মুসলমান কি না ইহা ফয়সালা করার অনুমতি দেয় না। আমাদের সংবিধান প্রত্যেক আহ্‌মদীকে অবশ্য ইহা ঘোষণা করার অনুমতি দান করে যে, সে মুসলমান, এবং ইহার পর পাকিস্তানী সরকারের একথা বলার কোনই অধিকার বর্ত্তায় না যে, আহ্‌মদী মুসলমান নহে। পাকিস্তান সরকারের এই কানুন রচনার অধিকার আছে যে, জামাত আহ্‌মদীয়া ওহাবী নহে। ইহা বলারও উহার অধিকার আছে যে, আহ্‌মদীগণ শিয়া নহে। কেননা আমরা আহ্‌মদীগণ এই 'প্রফেস' করি (অর্থাৎ এই আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ ও ঘোষণা করি) যে, আমরা আহ্‌মদী, ওহাবী বা শিয়া নহি। সুতরাং সরকারের ইহা বলার অধিকারও আছে যে, আহ্‌মদীগণ আহ্‌লে হাদিস নহে, দেউবন্দী নহে, বেরেলবী নহে, ইত্যাদি। যে সম্বন্ধে আমরা অস্বীকৃতি জানাইয়াছি, তাহা আমাদের দিকে আরোপ করিয়া সরকার আমাদের অস্বীকৃতির কথা ঘোষণা করিতে পারে। তেমনিভাবে আমরা যে কথার স্বীকৃতি জানাইয়াছি, তাহা আমাদের দিকে আরোপ করিয়া সরকার আমাদের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করিতে পারে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) নিজের সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন—"আমরা আহ্‌মদীয়া জামাত বা ফেরকার মুসলমান"। আর একটি জায়গায়ও অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন—"আহ্‌মদী জামাত বা ফেরকার মুসলমান"। কাজেই সমগ্র বিশ্বের আহ্‌মদী বলিবে—"আমরা আহ্‌মদী জামাত বা ফেরকার মুসলমান"। দুনিয়ার কোন সরকারের একথা বলার কোনই অধিকার নাই যে, তোমরা আহ্‌মদী জামাত বা ফেরকার মুসলমান নহ।

সুতরাং, হাজারো আদব, শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত এই সাধারণ বুদ্ধির কথাটি আমরা সরকারের কর্ণগোচর করিতে চাই যে, যে কথার অধিকার তোমাদিগকে মানব প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি দান করে নাই, যে কথার অধিকার বিশ্বের সরকার ও রাষ্ট্র সমূহের কার্যধারাও অনুমোদন করে নাই, যে কথার অধিকার তোমাদিগকে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ, যাহার উপর তোমাদের স্বাক্ষর আছে, দান করে নাই, চীনের মত মহান রাষ্ট্র, যাহা মুসলমান না হওয়া সত্বেও এই ঘোষণা করে যে, কাহারও এই অধিকার নাই যে, কোন ব্যক্তি 'প্রফেস' একটা কিছু করিবে, কিন্তু তাহার প্রতি আরোপ অন্য কিছু করা যাইবে। আমি বলিতেছি, 'আমি মুসলমান'

কে আছে দুনিয়াতে, যে বলিবে, আমি মুসলমান নই? ইহা কেমনতর যুক্তির কথা!! ইহা এতই অযৌক্তিক যে, যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহারাও ইহার অযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং, তোমরা সেই কাজ করিতে কেন উদ্যত হও, যাহা করার অধিকার তোমাদিগকে তোমাদের সংবিধান দান করে নাই—সেই সংবিধান, যাহা তোমরা তোমাদের হাতে তুলিয়া ধরিয়া দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করিয়াছিলে যে, দেখ, কত উত্তম, কত সুন্দর এই সংবিধান! আজ এই সংবিধানকে অপমানিত ও ধূলিবিলুণ্ঠিত করার চেষ্টা করিও না, এবং এই ঝামেলায় পড়িও না। ইহাকে খোদার উপরে ছাড়িয়া দাও। কেন না ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার। খোদাতায়ালা স্বীয় কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিবেন, কে মোমেন এবং কে কাফের? হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর জমানায়ও যখন এই ধরণের হট্টগোল উঠিত, তখন তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, এখানে কেন এই হট্টগোল তুলিয়াছ? শান্তি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা এবং সমঝোতার ভিতর দিয়া এখানে জীবন যাপন কর। যখন আমরা ইহজগত পরিত্যাগ করিব এবং আল্লাহ্তায়ালার সমীপে উপস্থিত হইব, তখন ইহা নিজে নিজে সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, কে মোমেন, আর কে কাফের?

(সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান, ১১ই জুলাই, ১৯৭৪ ইং)

অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
সদর মুরুব্বী।

"মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।"

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬]

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘণিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)